বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদযাপনে সেমিনার

“আমি ভেঙ্গে যাইনি, আমি থেমে যাইনি, আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি”

আয়োজনে ও সংগঠনে

Acid Survivors Foundation

এএসএফ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদযাপনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

প্রতিপাদ্য "আমি ভেঙ্গে যাইনি, আমি থেমে যাইনি, আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি"

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (এএসএফ) ৯ মার্চ ২০২৩ বৃহস্পতিবার একটি অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করেছিল। উক্ত সেমিনারে দেশ ও বিদেশ থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ বছর সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল-**"আমি ভেঙ্গে যাইনি, আমি থেমে যাইনি, আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি"**-একজন সারভাইভারের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প, যিনি সমস্ত বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে সাহসের সাথে এগিয়ে চলেছেন। যা অন্যান্য নারীদেরকেও সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে এবং পথ দেখাতে সহায়তা করবে।

সেমিনারটি সভাপতিত্ব করেন এএসএফ-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন ডাঃ জুলিয়া আহমেদ এবং সঞ্চালনা করেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও টিভি উপস্থাপক জনাব জামিল আহমেদ। এএসএফ-এর নির্বাহী পরিচালক, জনাব সরদার জাহাঙ্গীর হোসেন স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি অতিথিদের বলেন, তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই আলোচনা সভাটি সাজানো হয়েছে-

- প্রথমত, এসিড সারভাইভারদের দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প উপস্থাপনা ও তাদের চাওয়া;
- দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রতিকূলতা, বিশেষ করে আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে এএসএফ কিভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে-তা অবগত করা এবং সমাধানের সুপারিশ নেওয়া;

- তৃতীয়ত, এএসএফ-উহার কর্মসূচী, বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে বাস্তবায়ন করে আসছে যা-বর্তমানে অনেকটা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। কিভাবে তা আরও কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে উপস্থিত সকলকে অবহিত করা এবং সমাধানের সুপারিশ ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা।

সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে সারভাইভার নীলার ঘুরে দাঁড়ানো গল্পটি তুলে ধরা হয়। এসিড সারভাইভার লুলু মানসুরা ও খাদিজা আক্তার খুশি এসিড সহিংসতার পরে কিভাবে তারা সাহসের সাথে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন এবং এএসএফ তাদের এই দীর্ঘ পথচলায় কিভাবে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছে তা তুলে ধরেন এবং এই সেবা চলমান রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এছাড়া মিজ্ তাহমিনা ইসলাম, সমন্বয়কারী-প্রোগ্রাম, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের বর্তমান কার্যক্রম, প্রতিকূলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

নীলা কে নিয়ে বানানো প্রামাণ্যচিত্র

কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে এএসএফ কিভাবে আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে এবং দাতা সংস্থার কীভাবে এএসএফ-কে আগের থেকে আরও ভালভাবে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে ডাঃ তাবাসসুম চৌধুরী এবং সাবরিন মাহামুদা বর্ণনা করেন।

অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন-বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন-এর ফাস্ট সেক্রেটারি মিজ্ কেইট স্যাংস্টার; মিজ্ রোকেয়া হায়দার, সিনিয়র ব্রডকাস্টার এবং সাবেক প্রধান, বাংলা সার্ভিস, ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ); ব্যারিস্টার ওয়াসিউল হক চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবী; প্রফেসর ড. জেব-উন নেসা, অধ্যাপক,

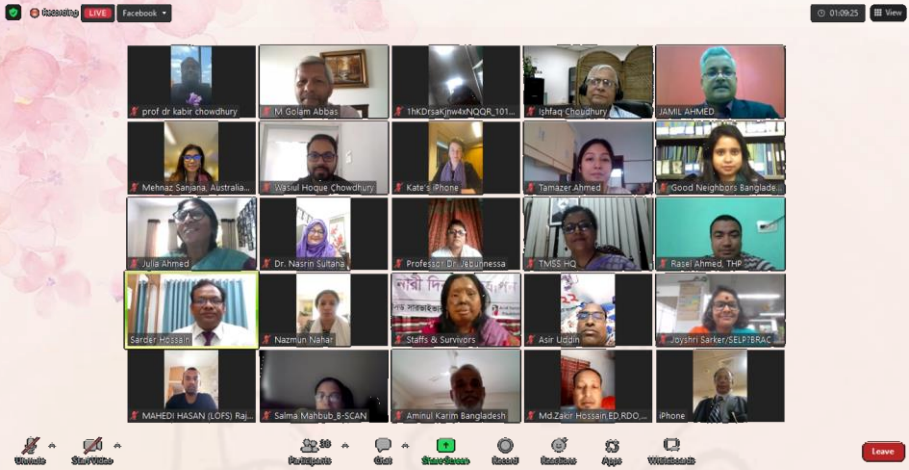

সেমিনারে অংশ নেওয়া অতিথিবৃন্দ

লোকপ্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; অধ্যাপক ডাঃ কবির চৌধুরী, স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত চিকিৎসক; মিজ্ তামাজের আহমেদ, ম্যানেজার-উইমেন রাইটস এন্ড জেন্ডার ইকুইটি, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ; লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) আমিনুল করিম, রাষ্ট্রপতির সাবেক সামরিক সচিব, সাবেক অধ্যাপক ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ; এয়ার কমোডোর (অবঃ) ইশফাক ইলাহি চৌধুরী, ট্রেজারার, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি; অধ্যাপক ড. গিয়াস ইউ আহসান, সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

এছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবী-শিক্ষাবিদ, গবেষক, এনজিও প্রতিনিধি, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এএসএফ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন-জনাব এম গোলাম আব্বাস; মিজ্ নাসিমুন আরা হক এবং জনাব শফিকুল আলম কিরণ।

এএসএফ-এর বর্তমান প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ নিম্নলিখিত সুপারিশমালা পেশ করেন।

সুপারিশমালাঃ

- এসিড সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা।
- মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সারভাইভারদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।
- এএসএফ-এর কার্যক্রমকে সঠিক ও বিশদভাবে তুলে ধরা।

- মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা করা এবং এ সেমিনারের মত অনুষ্ঠান বেশি বেশি আয়োজন করা।
- নিপীড়নের বিষয়ে শিশুদেরকে সচেতন করতে প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকেই শিক্ষা দেওয়া
- এবং এক্ষেত্রে শিক্ষকরা বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারেন।
- সামাজিক সংহতি জোরদার করা।
- সমতার ভিত্তিতে জেন্ডার ভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে, নারী-পুরুষ সকলকে সম্মান করে এগিয়ে আসা।

- দেশ ও সমাজ থেকে এসিড সহিংসতা কমাতে হলে সকল ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি (dispute resolution)
- সারভাইভারদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য অর্থ বরাদ্দ অনেক গুনে বাড়ানো।
- দ্রুত বিচার কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

- আইনের প্রয়োগটি যাতে দৃশ্যমান হয় তার ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যমান আইনটির যথাযথ প্রয়োগ এবং এসিড সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা করা।
- আর্থিক ভাবে এএসএফ-কে সাহায্য করতে সমাজের বিত্তবান লোকদের এগিয়ে আসা দরকার।
- অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের নিকট CSR-এর জন্য আবেদন করা প্রয়োজন।
- রমজান এবং ঈদ উপলক্ষে যাকাতের জন্য আবেদন করা যেতে পারে।
- আর্থিক সংকট দূরীকরণে জাতীয় পর্যায়ের

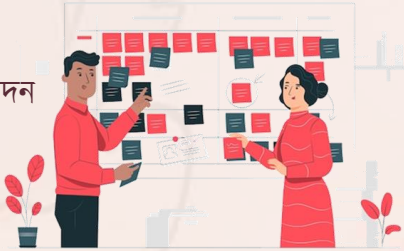

উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি এডভাইজারী বোর্ড গঠন করা।

- ইনকাম ট্যাক্স থেকে অব্যাহতির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা।
- এএসএফ-এর মত সমমনা প্রতিষ্ঠান একসাথে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি পরিকল্পনা তৈরী করা এবং কার্যক্রম হাতে নেওয়া।
- বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক এডভাইজারী কমিটি তৈরীর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা।
- এএসএফ-কে সহযোগিতা করার জন্য সেমিনারে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে কিভাবে অতিসত্বর সম্পৃক্ত করা যায় তা চিন্তা করতে হবে।

- সারভাইভারস নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং তাদেরকে ক্ষমতায়ন করতে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
- আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো প্রয়োজনীয় যায়গায় যেমন-দাতা সংস্থা, মিডিয়া, সরকার, বিদেশী সত্ত্বা সহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে প্রচার করা।
- উপস্থিত সকল সিভিল সোসাইটিদেরকে নিয়ে একটি সেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক তৈরি করা।
- সারভাইভারদের চিকিৎসা ও ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় বাজেটে একটি অংশ বরাদ্দ রাখা। যেমনটি রাখা হয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য।
- সকল সেক্টরের সিভিল সোসাইটিদেরকে নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা প্রয়োজন এবং যার যে বিষয়ে দক্ষতা আছে তা কাজে লাগিয়ে পরবর্তী অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হবে।

সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, “One Bangladesh-One Community and as Smart community” হয়ে কাজ করার প্রত্যাশা করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সম্মানিত বক্তাদের মূল্যবান সুপারিশমালা প্রদান করার জন্য এএসএফ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়, সেই সাথে প্রয়োজনীয় Resources প্রাপ্তি সাপেক্ষে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে এএসএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।